দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৪ [illegible]
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

সমস্যা জর্জরিত সরকারি তিব্বিয়া কলেজ

॥ সিলেট অফিস ॥

সিলেটের প্রাচীন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি তিব্বিয়া কলেজ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। অধ্যক্ষ নেই, তাই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়েই চলছে ৩০ বছর ধরে। পুরনো একটি জরাজীর্ণ ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। শিক্ষকের ৪৯টি পদ থাকলেও আছেন ২০ জন। বর্তমানে শাহজালাল উপশহরে নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ চললেও কবে শেষ হবে তার নিশ্চয়তা নেই। সিলেটের একমাত্র ভেষজ চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তিব্বিয়া কলেজের বর্তমান অবস্থান নগরীর চালিবন্দরে। জরাজীর্ণ ভবন, শ্রেণীকক্ষ সংকট, শিক্ষা উপকরণের অভাবসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত কলেজটি।

১৯৪৫ সালে তৎকালীন সরকারের উদ্যোগে সিলেটের জিন্দাবাজারে একটি ভাড়া বাসা নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল তিব্বিয়া কলেজের। প্রাথমিক অবস্থায় কেবল রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ইউনানী ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে প্রতিবছর ২৫ জন করে ছাত্র ভর্তি করা হয় বলে অফিস সূত্র জানায়। ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স শেষে উত্তীর্ণদের ৬ মাসব্যাপী ইন্টার্নী কোর্স সম্পন্ন করতে হয়। ১৯৮২ সালে কলেজটি চালিবন্দরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৩ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। প্রকল্প অনুযায়ী সিলেট তিব্বিয়া কলেজের আধুনিকায়নের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে শাহজালাল উপশহরে বি-ব্লকের ১৪ নম্বর সড়কের পাশে শাহজালাল হাউজিং এস্টেটের কাছ থেকে ১৬ লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যে ১ একর ভূমি বরাদ্দ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভূমির মূল্য পরিশোধ না করায় প্রকল্পটি বাতিল হয় বলে অফিস সূত্র জানায়। তবে এর ১০ বছর পরে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে আবারো প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তিব্বিয়া কলেজের আধুনিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়। বর্তমান প্রস্তাবনা অনুযায়ী আধুনিক ভবন ছাড়াও ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে কলেজের বর্তমান ক্যাম্পাসের চিত্র হতাশাজনক। পুরনো জীর্ণশীর্ণ ভবনকে ঘিরেই কলেজের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এই প্রতিষ্ঠানে বিগত ২৯ বছর ধরে কোন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে ১৯৭৮ সাল থেকেই বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। প্রায় দশ বছর ধরে শূন্য রয়েছে প্রদর্শকের পদ। ইন্টার্নি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য নেই প্রয়োজনীয় উপকরণ।